০২-০৬-১৬ প্রাত: মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা " মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভব করার জন্য সবসময় এই স্মৃতিতে থাকো যে , আমরা কার সন্তান , যদি বাবাকে ভুলে যাও তাহলে সুখও হারিয়ে যাবে "

প্রশ্ন :- বাবা -মিলনের খুশি কোন্ বাচ্চাদের মধ্যে স্থায়ী হয় ?

উত্তর :- যে সকল বাচ্চারা একের সাথে নিজের সম্বন্ধ জুড়েছে , যারা এক্ -বাবাকেই স্মরণ করার প্রয়াস করছে , কোন দেহধারীর স্মৃতিই যাদের থাকে না । তাদের মধ্যেই খুশি স্থায়ী হয় । যদি দেহধারী স্মরণে আসে তবে অনেক কাঁদতে হবে । বিশ্বের মালিক হওয়ার অধিকারীরা কখনও অশ্রুপাত করে না ।

গীত :- ছেলেবেলার দিন (ঈশ্বরীয় সন্তান) ভুলে যেও না ...
(বচপন কে দিন ভুলা ন দেনা ....)

ওম্ শান্তি । বাবা বলেন , মিষ্টি বাচ্চারা ! তোমরা যে বেহদের বাবার বাচ্চা এ কথা ভুলও না । এটা যদি ভুলে যাও তবে নিজেই নিজের কান্নার কারণ হবে । বুদ্ধি তখন ভ্রষ্টাচারী দুনিয়ায় বাসা বাঁধবে । বাবার স্মরণ থাকলে অতীন্দ্রিয় সুখে ভাসবে । এত সব সুখ বাবাকে ভুললে হারিয়ে যাবে । প্রতি মূহুর্তে মনে রাখতে হবে আমরা বাবার বাচ্চা নয়তো নিজেকে কাঁদতে হবে । সবাই ভগবানের বাচ্চা , সবাই বলে হে বাবা , হে পরমপিতা পরমাত্মা রক্ষা করো । কিন্তু বাবা কবে রক্ষা করবে এটা কারোর জানা নেই । সাধু -সন্ত এরাও কেউ জানেনা বাবার থেকে কবে আমাদের মুক্তি -জীবনমুক্তি মিলবে কেননা তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে ভগবানের বাস সর্বত্র প্রতি কোনায় কোনায় । এখন তোমরা বাচ্চারা বেহদের বাবাকে জেনে গেছ । অতিশয় প্রিয় বাবা , বাবার থেকেও প্রিয় কোনও কিছু আর হয়ই না । এরকম বাবাকে না জানা সবচেয়ে বড় ভুল । শিবজয়ন্তী কেন উদযাপিত হয় , উঁনি কে ? এও কেউ জানেনা । বাবা বলছেন তোমরা কত অবুঝ হয়ে গেছ । মায়ার বশে থেকে তোমাদের কি হাল হয়েছে ! এখন তোমরা বাচ্চারা জেনেছ এই আমাদের জন্মভূমি । আমি পাঁচ হাজার বছর বাদে বাদে আসি । কিন্তু ভক্তিমার্গের ওরা বলে যে চল্লিশ বছর পর যখন এই কলিযুগের সমাপ্তি হবে তখনই ভগবান আসবেন ।ত্রিমূর্তির চিত্রও দেখানো হয় । ত্রিমূর্তি মার্গ নামও রাখে কিন্তু তিন মূর্তি ব্রহ্মা , বিষ্ণু , শঙ্করকে কেউ জানেনা । ব্রহ্মা কিভাবে কী কাজ করে এবং বিষ্ণু আর শঙ্করই বা কী করে , কোথায় থাকে কেউ জানেনা । একেবারে ঘোর অন্ধকারের মধ্যে রয়েছে । বাবা হলেন রচয়িতা , ওঁনার সৃষ্ট এই রচনা অনেক বড় । সৃষ্টির এই নাটক অসীম । এই নাটকে বেহদের মানুষেরা থাকে । আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে যখন সত্যযুগ ছিল , ভারতে যখন এই লক্ষ্মী -নারায়ণের রাজত্ব ছিল তখন আর অন্য কোনও রাজ্য ছিলনা । ভগবতী শ্রীলক্ষ্মী , আর ভগবান শ্রীনারায়ণকে বলা হয়ে থাকো রাম -সীতাকেও ভগবান রাম , ভগবতী সীতা বলা হয় । এখন এই ভগবান নারায়ণ , ভগবতী লক্ষ্মী কোথা থেকে এসেছে ? এঁরাই রাজত্ব করেছে , কিন্তু এঁদের জীবন কাহিনী তো একজনও জানেনা । শুধু ভজনা করে যাচ্ছে হে ভগবান , তুমি দুঃখ হর্তা -সুখকর্তা । কিন্তু এসব কারও বুদ্ধিতে আসেনা যে ভগবান কীভাবে সুখকর্তা হতে পারে ! কি সুখ সবাইকে দিয়েছে আর কবেই বা সবার দুঃখ হরণ করেছে কিছুই জানেনা । তোমরা বাচ্চারা এখন রাজযোগ শিখছ - ভগবতী লক্ষ্মী আর ভগবান নারায়ণ হওয়ার জন্য । জেনেছ যে , ভগবতী সীতা আর ভগবান রামও হতে হবে । সত্যযুগে ৮ জন্মের চক্র সম্পূর্ণ করে তারপর রাম -সীতার রাজ্যে আসতে হয় । ২১ জন্মের জন্য বেহদের রাজত্ব তোমরা এখানে স্থাপন করছ । তোমরা ভগবতী ভগবান স্বর্গের মালিক হতে চলেছ । স্বর্গ আকাশের কোথাও নেই , এও কারোর জানা নেই । একদম হীন বুদ্ধি । কেউ মারা গেলে বলে যে উনি স্বর্গে গেছেন । কিন্তু কিছুই বুঝতে পারেনা । আচ্ছা ক্রিশ্চিয়ান , বৌদ্ধ সবাই হেভেন

এ যাবে ? ওরা পরে এসে নিজের নিজের ধর্ম স্থাপন করে । তাহলে তারা কিভাবে স্বর্গে আসতে পারে ? স্বর্গ কাকে বলে এটাও ওদের জানা নেই । সন্ন্যাসীরা বলে জ্যোতি থেকে উদ্ভত (উত্পন্ন হওয়া) জ্যোতির সাথে মিলে একাকার হয়ে গেছে । কেউ আবার বলে নির্বাণধামে গেছে । নির্বাণধাম তো আত্মাদেরও বাসস্থান তাই -না ! এখানে জ্যোতির্বিন্দুর জ্যোতিতে লীন হওয়ার কোনও কথাই নেই । জ্যোতিতে মিশে গেলে তো আত্মারই বিনাশ হয়ে যাবে । আর সৃষ্টিমঞ্চের নাটকও শেষ হয়ে যাবে । সৃষ্টির এই নাট্যপালা থেকে কোনও আত্মারই কোনও অবকাশ নেই । কেউই মোক্ষ প্রাপ্ত করতে পারেনা । গীতের অর্থও কেউ বুঝতে পারেনি । না জীবনমুক্তির অর্থ বুঝতে পারে , না আত্মা -পরমাত্মার অর্থ বুঝতে পারে । বাবা বলেন - তোমাদের চেহারা তো মানুষের , যা এই দেবী -দেবতাদেরও ছিল । সত্যযুগ আর ত্রেতায় দেবী -দেবতারা ছিল । ২৫০০ বছর ধরে এঁরাই রাজত্ব করেছে । বাকি আর ২৫০০ বছরে সব ধর্মাবলম্বীরা চলে আসে । পাঁচ হাজার বছরের বদলে মানুষ বলে দেয় কল্প বৃক্ষের আয়ু এক লাখ বছর । কিন্তু তোমাদের কথা বোঝার জন্য আসবেও না । তারাই আসবে যারা কল্প পূর্বেও এসেছিল । প্রথমে বোঝাতে হবে , এক - হদের সন্ন্যাস অর্থাত্ সন্ন্যাসীরা জাগতিক ঘর -সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসীরা জঙ্গলে গিয়ে থাকে । শুরু -শুরুতে ওরা সতোপ্রধান ছিল । এখন আবার তমোপ্রধান হয়ে গেছে । সেইজন্য তারা সন্ন্যাস জীবন ছেড়ে গৃহস্থ জীবন -যাপনে অভ্যস্ত হয়ে তমোপ্রধান প্রাপ্ত হয় । অবশ্য এইসকল সন্ন্যাসীরা পবিত্রতার আধারে ভারতকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল । ভারতের পবিত্রতা রক্ষায় এদেরও অবদান রয়েছে । এই সন্ন্যাস ধর্ম না থাকলে ভারত একেবারে বিকারগ্রস্ত হয়ে পতিত হয়ে যেত । এটাও ড্রামা প্ল্যানের অন্তর্ভুক্ত । প্রথমদিকে সন্ন্যাসীদের পবিত্রতার শক্তি ছিল, যা ভারতকে রক্ষা করেছে । যখন দেবী -দেবতাদের রাজ্য ছিল তখন ভারত কত সম্পদশালী ছিল । সেইসব কোথায় গেছে ? সব ভূতলে চলে গেছে । লঙ্কা আর দ্বারিকা সম্পর্কে বলা হয় - সমুদ্রের নীচে চলে গেছো এখন সেসব নেই । সোনার প্রাসাদ প্রভৃতি ছিল তাই -না ! যখন মন্দির ইত্যাদিতে হীরে -জহরত লাগাতে পারে , তখন ওখানে কী -না থাকবে ! তোমাদের বাচ্চাদের কত খুশি হওয়া উচিত্ । বাবা আবার এসেছেন । বলা হয় বাবাকে স্মরণ করো । স্মরণ একেরই করতে হবে , যাতে বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে । কিন্তু ওরা তা ভুলে যায় এবং দেহধারী স্মরণে এসে যায় । দেহধারীর স্মরণ করলে তো লাভ কিছুই নেই । বাবা বলেন - মামেকম্ ইয়াদ করো অর্থাত্ আমাকে স্মরণ করো । কোনও দেহধারীকে স্মরণ কোরোনা । মা মারা গেলেও হালুয়া খেতে পারো .....কিন্তু এক্ বাবার স্মরণেই উপার্জন হয় । আমরা শিববাবার বাচ্চা , ওঁনার থেকে বিশ্বের রাজত্ব নেওয়ার আছে এই সময়ে বাবাকে স্মরণ না করলে পরে আফসোস করতে হবে , কাঁদতে হবে । যারা বিশ্বের মালিক হবে তাদের কাঁদবারই বা কী প্রয়োজন । তোমরা বাবাকে ভুলে যাও আর তখনই মায়া এসে বশ করে ফেলে এইজন্য বাবা বারবার বোঝতে থাকেন যে , বাবাকে আর রাজ্যাধিকার কে স্মরণ করো । অমরনাথ (শিববাবা) অমরপুরীতে বসে শুধু পার্বতীকে অমরকথা শোনাননি , নিশ্চয়ই আরও অনেকে শুনেছে । যে কোনও মানুষ মাত্রেই বাবা বোঝান এখন পতিত হ'য়োনা , এটাই অন্তিম জন্ম , পবিত্র হও। ওখানে স্বর্গে কোন বিকার হয়না । যদি ওখানে বিকার থাকত তবে স্বর্গ -নরকের কোনও তফাত থাকত না । দেবী -দেবতাদের মহিমা গাওয়া হয় - সর্বগুণসম্পন্ন , ১৬ কলা সম্পূর্ণ . . .। ভগবান এসে ভগবান - ভগবতীই তৈরি করেন , ভগবান ছাড়া কেউ পারেননা । কিন্তু ভগবান তো হন এক এবং একমাত্র । গাওয়া হয়ে থাকে ভগবান -ভগবতীর রাজধানী । রাজা -রানী যেমন উচ্চমানের হবে প্রজাও তেমন উচ্চমানের হবো কিন্তু ভগবান -ভগবতী বলা যাবেনা , এইজন্য বলা হয়ে থাকে আদি সনাতন দেবী -দেবতা ধর্মের রাজত্ব । এই বিষয়ে কে -না জানে । এনার (ব্রহ্মার) আত্মাকেও বাবা বোঝান । এক হচ্ছে বাবার আর এক হচ্ছে দাদার - দুই আত্মাই হলো তাই -না । এক আত্মা ৮৪ জন্ম নেয় , আরেক আত্মা পুনর্জন্ম রহিত । বাবা অর্থাত্ পরমাত্মা কখনও জন্ম -মৃত্যুর চক্রে আসেন না । একবারই এসে সমস্ত বিশ্বকে পবিত্র বানানোর জন্য আমদের রাজযোগ শেখান । বাবা তোমাদের বোঝান - আমি প্রজাপিতা ব্রহ্মার দেহে প্রবেশ করি । এই ব্রহ্মা ৮৪ জন্মের চক্র পার করে এসেছে । এখন এর অনেক জন্মের এটাই শেষ জন্ম । আমি হলাম নিরাকার , তবে কিভাবে এসে আমি তোমাদের রাজযোগ শিখাতে পারি ? দৈব -প্রেরণা দ্বারা তো কিছু হবার নয় আর কৃষ্ণ ভগবানুবাচ এতো হয়ই না । সে কি করে আসতে পারে ! সেতো হচ্ছে সত্যযুগের রাজকুমার , ১৬ কলা

সম্পূর্ণ . . . তারপর ত্রেতায় দু'কলা কমে ১৪ কলা সম্পূর্ণ , তাহলে দ্বাপরে কি করে প্রথমে আসে কৃষ্ণ ! তাকে সত্যযুগের প্রথমেই আসতে হয় , সেই তো প্রথম রাজকুমার । বাবা বোঝান - সবার আগে বাবাকে স্মরণ করো । তা -না -হলে একেবারে মায়া বশীভূত করে ফেলবে । স্পর্শকাতর (লজ্জাবতী লতা) একরকম লতার ঝাড় হয় , হাত লাগালেই ঝিমিয়ে পড়ে ; তোমাদেরও সেরকমই দশা । বাবাকে স্মরণ না করলে বিনাশ অবশ্যম্ভাবী । গানেও শুনেছ - ছেলেবেলার দিন ভুলে যেওনা । বাবাকে ভুলে গেলে কোথাও না কোথাও তোমাদের আঘাত (মায়ার বশে দুঃখ -অশান্তি -নানারকম যন্ত্রণার শিকার হওয়া) অবশ্যই লাগবে । বাবা বলেন - তোমরা আমার বাচ্চা হও তাই না ! এই শরীরের জন্ম তো অপবিত্রতার দ্বারা , এর মাতা -পিতা লৌকিক । এখানের বাবা তো পারলৌকিক আবার এই প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে অলৌকিক বাবা বলা হয়ে থাকে। ইনি হদের ছিলেন পরে পুরুষার্থ অর্জন করে বেহদের হয়েছেন । এই যে লৌকিক বচ্চি নির্মলশান্তা , এ লৌকিক , অলৌকিক আবার পারলৌকিকও বটে ! শিববাবার তো আর ভাই -বোন কেউ নেই , না লৌকিক সম্বন্ধে না অলৌকিকে না পারলৌকিক সম্বন্ধে । কত তফাত হয়ে যায় তাই না ! এক-বাবার হওয়া মাসীর বাড়ী বেড়াতে যাওয়ার মতো সহজ ব্যাপার নয় । এরকম মহান বাবার সাথে সম্বন্ধ জুড়তে হবে , একটু সময় লাগে। এক -শিববাবারই ধ্যানে মগ্ন হতে অনেক অধ্যবসায় দরকার । কেউ তো পঞ্চাশ বছর ধরে সংগঠনে থেকেও সারাদিন শিববাবাকে মনেই করেনা , এরকম অনেক আছে । আর সবাইকে ভুলে এক-কে স্মরণ করতে অনেক অনেক সাধনা করতে হয় । সারাদিনে কেউ শতকরা এক ভাগ , কেউ দু'ভাগ , কেউ আবার আধ -ভাগ অনেক বাধা -বিঘ্ন পার করে স্মরণ করতে পারে । এই লক্ষ্য অনেক উঁচুতে , বহু কঠিন পথ পেরিয়ে এই লক্ষ্যে পৌঁছনো সম্ভব হয় । তাই বাবা বুঝিয়ে দেন - নিজেদের শৈশব কখনও ভুলোনা অর্থাত্ তোমরা যে আমার সন্তান একথা কখনও ভুলোনা । বাবার থেকে তোমরা স্বর্গের রাজ্যাধিকার পাও । তোমরা বাচ্চারা জানো যে , আমাদের এই দেহ কার্য্য সাধনের যন্ত্র মাত্র , জীবনে থেকেও দেহ থেকে স্বতন্ত্র্য আমরা আত্মারা অবশেষে বাবার হয়েছি নতুন দুনিয়ায় যাওয়ার জন্যে । তাই-তো তোমাদের খুশিও স্থায়ী হওয়া উচিত্ । আহা! আমরা তো দ্বিমুকুটধারী হব - সর্বদা এরকম খুশিতে মগ্ন থাকতে হবে । মানুষ আদৌ কি জানে সত্যযুগে এই দেবী -দেবতাদের কেন ১৬ কলা সম্পূর্ণ আর ১৪ কলা সম্পূর্ণ বলা হয় ? তারা কিছুই জানেনা । ভক্তিমার্গের এই শাস্ত্র ইত্যাদি আবার তৈরি হবে । এই হঠযোগ , তীর্থযাত্রা প্রভৃতিও সবকিছুই আবার হবে । কিন্তু এসবে লাভ কি হবে ! স্বর্গে কি যেতে পারবে ? ঋদ্ধি-সিদ্ধি প্রাপ্ত এরকম অনেক আছো হাজার হাজার মানুষ এদের অনুসরণ করে । ঋদ্ধি-সিদ্ধির দ্বারা অনেক ভেলকিবাজি আয়ত্ত করা যায় কিন্তু এরা বুঝতে পারেনা এ সবই ক্ষণিকের ব্যাপার । অথচ এতে বহু পরিশ্রম করতে হয় । ঋদ্ধি-সিদ্ধি শেখার পুস্তকাদিও পাওয়া যায় । কত লাখ লাখ মানুষ এর পিছনে ধাবিত হচ্ছে (ছুটছে) । তোমরা বাচ্চারা জানো যে , আমাদের বাবার থেকে স্বর্গের রাজ্য অধিকার প্রাপ্ত হয় । এই চক্ষু ইন্দ্রিয় দ্বারা যা কিছু দেখছ তা সবই ক্ষণস্থায়ী । বাবা বোঝান - তোমরা অশরীরী এসেছিলে তারপর শরীরের দ্বারা নিজেদের ভূমিকা পালন করছ । ৮৪ লাখের হিসাব -কিতাব করতে গেলে বছর পার হয়ে যাবে । ৮৪ লাখ হতেই পারেনা । ৮৪ জন্মের হিসাব -কিতাব বলা তো একেবারে সহজ ব্যাপার । তোমরা ৮৪ জন্মের চক্রে ঘুরছো সূর্য্যবংশী থাকাকালীন চন্দ্রবংশী হতে পারেনা । সূর্যবংশীয় নিদির্ষ্ট সময় পার হলে তবেই আবার চন্দ্রবংশীয় , তারপর বৈশ্য ..শূদ্র . . . এইভাবে চক্র ঘুরতে থাকে । এখন তোমরা জেনেছ আমরা ব্রাহ্মণ বংশী থেকে দেবতা বংশী হব , এইজন্য আমরা সেই পঠন- পাঠনের শিক্ষা নিচ্ছি । তারপরে সিঁড়ি থেকে নামতে নামতে বৈশ্য , শূদ্র বংশীতে পরিণত হব । এখন নিজের ৮৪ জন্মের স্মৃতি সামনে এসেছে । এই চুরাশি জন্মের চক্রও স্মরণ করতে হবে । বাবাকে স্মরণ করলে চির স্বাস্থ্যবান আর চিরসম্পদশালী হতে পারবে এবং পাপও স্খালন হবে । সৃষ্টি চক্রকে জানলে চক্রবর্তী রাজা হয়ে যাবে । তোমরা জানো যে এই পুরানো দুনিয়া কবরস্থানে পরিণত হতে চলেছে , কিছুই থাকবেনা । বিনাশ হবেই । পূর্ব কল্পের রাম রাজ্যও গত ,রাবন রাজ্যও গত . . . . এখন নতুন দুনিয়ার সূচনা হবে , সত্যযুগ , সেখানে রামের পরিবার কত ছোট হবে আর এখন এখানে , পুরানো দুনিয়ায় রাবণের পরিবার কত বড় । বাচ্চারা জানে এখানে রাজধানী স্থাপন হচ্ছে । প্রত্যেক বিষয়ে অর্থাত্ জ্ঞান , যোগ , ধারনা এবং সেবা এই চার বিষয়ে আগে পুরুষার্থ করা জরুরী । বাবা

পুরুষার্থ করাচ্ছেন , এই বলে যে , " বাচ্চারা আমাকে স্মরণ করো " । যে বাবার থেকে স্বর্গের অগাধ ধন - সম্পদ পাওয়া যায় , তাঁকে স্মরণ করবেনা ? বাবাই স্মৃতি ফিরিয়ে দেন , বলেন - তোমরা স্বর্গের মালিক ছিলে । এখন আবার পুরুষার্থ করে স্বর্গের মালিক হও । আচ্ছা !

মিষ্টি -মিষ্টি সিকিলধে/হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা -পিতা ,বাপদাদার স্মরণ -স্নেহ আর সুপ্রভাত । রুহানি বাবার (পরমাত্মা) রুহানি বাচ্চাদের (আত্মা) নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) কখনও কোনও কথার দ্বারা প্রভাবিত হওয়া ঠিক নয় । ঈশ্বরীয় কোলে যে সময় কাটাচ্ছ তাকে ভুলে কাতর হ'য়োনা । এই আঁখিতে যা কিছু দেখা যায় , তাকে দেখেও না দেখার অভ্যাস করে যেতে হবে ।

২) এক -বাবার স্মরণেই উপার্জন , এইজন্য দেহধারীদের স্মরণ করে কান্নার পরিস্থিতি উত্পন্ন হওয়া ঠিক নয় । বাবা এবং রাজ্যাধিকার স্মরণ করে সমগ্র বিশ্বের মালিকানা নিতে হবে ।

বরদান :- প্রত্যেক কর্মরূপী বীজকে ফলদায়ক বানানোর কারিগর যোগ্য শিক্ষক ভব (হও)!

যোগ্য শিক্ষক তাকেই বলা যায় - যে স্বয়ং শিক্ষা স্বরূপ হবে , কারণ শিক্ষা দেওয়ার সবচেয়ে সহজ সাধন হল স্বরূপ দ্বারা শিক্ষা দেওয়া । তারা নিজের প্রতিটা পদক্ষেপ দ্বারা (চলনে -বলনে , আচারে - আচরণে) শিক্ষা দিতে থাকে । তাদের বলা প্রত্যেক শব্দ কেবল বাক্য নয় যেন মহাবাক্য বলে প্রতিভাত হয়। তাদের প্রত্যেক কর্মরূপী বীজ ফলদায়ক হয়ে থাকে , কখনও নিষ্ফল হয় না । এইরকম যোগ্য শিক্ষকের সঙ্কল্প আত্মাদের নতুন সৃষ্টির অধিকারী বানিয়ে দেয় ।

স্লোগান :- মনমনাভব-র স্থিতিতে থাকতে পারলে অলৌকিক সুখ এবং মনরস(Sweetness of the mind) স্থিতির অনুভব করবে ।